দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 22 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতন

শরৎচন্দ্রের রামের সুমতির নায়ক রামের মত দুরন্ত স্বাধীনচেতা সন্তান আমাদের দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। তাদেরকে সামান্য আদর আর ভালবাসা দিয়ে জয় করে নেয়া যায়। এভাবেই তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনেক শিশুরা শিক্ষক কর্তৃক দৈহিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। শারীরিকভাবে নির্যাতনের কারণে অনেকে স্কুল ত্যাগ করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পিতামাতা দরিদ্র তাদের অভাবের সংসারে কাজের সহযোগিতার কারণে তারা সন্তানের স্কুল ত্যাগ করাকে সহজভাবে মেনে নেয়। আমি প্রকৃতভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের দোষ দিচ্ছি না বরং যে সব শিক্ষক শিশুদেরকে সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধু বলতে চাই দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে আদর, স্নেহ দিয়ে আপনাদের উপর অর্পিত সুমহান দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব নয়? উন্নত দেশগুলোতে কি দৈহিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়া হয়? নির্যাতিত হওয়ার ফলে ছাত্ররা কি শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে না? আর সরকারের কাছে প্রশ্ন, এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কিভাবে প্রতিটি শিশুকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধরে রাখতে চান?

—মোঃ কামাল হোসেন